দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 03 DEC 2005 পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

একমুখী শিক্ষার বিরুদ্ধে ক্রমেই ফুঁসে উঠছে দেশের সচেতন মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সরকারের প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষার বিরুদ্ধে ক্রমেই ফুঁসে উঠছে দেশের সচেতন মানুষ। আলোচনা, সেমিনার, মিছিল-সমাবেশ, মানববন্ধন, স্মারকলিপি প্রদানসহ নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে সোচ্চার হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষক-ছাত্র সংগঠন। এসব আলোচনাসভায় সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, যে কোন মূল্যে একমুখী শিক্ষা প্রতিহত করা হবে। কঠোর আন্দোলন করে হলেও ঠেকানো হবে এই ধ্বংসমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। এসব আলোচনায় বক্তারা বলেন, জোট সরকারের প্রস্তাবিত এই একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মৌলবাদ-জঙ্গীবাদের আখড়া বানানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তাই অবিলম্বে এই ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

এ নিয়ে শুক্রবার বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনাসভা। রাজধানীর পল্টনস্থ মণিসিংহ-ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্ট ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে 'জাতীয় উন্নয়ন উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা বনাম একমুখী শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদীন ও অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ঢাবির সাবেক ভিসি অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, আবেদ খান, হেনা দাস, অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক এমএম আকাশ, ড. ম আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক এমএ বারী প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন চৌধুরী খুরশীদ আলম, প্রদীপ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ সাজাহান আলম সাজু, আবু বক্কর সিদ্দিক, আতিয়ার রহমান, মনি হাওলাদার, অধ্যাপক

(১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

একমুখী শিক্ষার (১২-এর পাতার পর)

শফিকুল ইসলাম লাবলু প্রমুখ।

আরেফিন সিদ্দিক বলেন, কোন প্রকার আলোচনা ছাড়াই সরকার এই একমুখী শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা, এর অধিকার জনগণ সরকারকে দেয়নি। অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, সরকারকে বলতে হবে একমুখী শিক্ষা বাতিল করা হচ্ছে, অন্যথায় আন্দোলন চলবে। ড. জাফর ইকবাল বলেন, সরকারের নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একমুখী শিক্ষা রীতিমতো আঁতকে উঠার মতো, এটা চালু হলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত ধ্বংস হয়ে যাবে।

সরকারের কাছে তিনি প্রস্তাব রেখে বলেন, একমুখী শিক্ষা চালুর আগেই ৫শ' কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছেন, কিন্তু টাকা ছাড়াই বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি করা সম্ভব। অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী সরকারের সমালোচনা করে বলেন, মনিরুজ্জামান মিঞা কমিশনের দোহাই দিয়ে একমুখী শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে; অথচ ড. মনিরুজ্জামান মিঞা অস্বীকার করেছেন তাঁর কমিশনে এই একমুখীর কথা বলা হয়নি। তবে সরকারের এত তড়িঘড়ি কেন এটা চালু করতে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সমন্বিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষার ভবিষ্যত শীর্ষক সংলাপে শিক্ষাবিদরা বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে এমনিতেই মধ্য যুগে চলে যাচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, তার ওপর সরকার প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষাক্রম সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। ধর্ম ও ব্যবসা শিক্ষাকে জোর দিয়ে প্রস্তাবিত এই শিক্ষা সংস্কারের ফলে জঙ্গীবাদ, মৌলবাদ আরও বৃদ্ধি পাবে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংলাপে অংশ নেন অধ্যাপক অজয় রায়, শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, ঢাবির ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ কামাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, অধ্যাপক খান সরওয়ার মুর্শিদ, অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক সালমা আখতার, জোনায়েদ সাকি, টিপু বিশ্বাস, এএন রাশেদা, খালেকুজ্জামান লিপন ও ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি তাসলিমা আক্তারসহ আর অনেকে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন ঢাবির অধ্যাপক জাবেদা আহমেদ।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, একমুখী শিক্ষার মাধ্যমে বৈষম্য সৃষ্টি করা হবে। সবাইকে ১২শ' নম্বরের ১৮টি বিষয় পড়তে হবে, নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যবই থাকবে না, এতে পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী শ্রেণীর সৃষ্টি হবে। ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষিতদের সামনে এই পদ্ধতির সাধারণ শিক্ষার্থীরা দাঁড়াতে পারবে না। মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক জাহেদ আহমেদ বলেন, কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা ২০ হাজার, এসব নিয়ন্ত্রণকারীরা হুমকি দিয়েছে—মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে জেহাদ ঘোষণা করা হবে। শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, প্রস্তাবিত এই একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করা হয়েছে, এতে শিক্ষা ব্যয় বেড়ে যাবে।

সরকার প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষাক্রম বাতিলের দাবিতে ছাত্র ইউনিয়ন মুক্তাঙ্গনে মানববন্ধন করেছে। এতে বক্তৃতা করেন সভাপতি বাকী বিল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক সামসুল আলম, আসাদুজ্জামান মাসুম, মোসলেহ উদ্দিন ও সুরভী সাঈদ। নেতৃবৃন্দ বলেন, একমুখী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার বিজ্ঞান শিক্ষাকে ধ্বংস করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জঙ্গীবাদের আখড়ায় পরিণত করতে চায়। এই শিক্ষায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন আগামী প্রজন্ম সৃষ্টি হবে। শুক্রবার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর জাতীয় পরিষদ সভায় একমুখী শিক্ষা প্রতিহত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ছাত্র মৈত্রী সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজনের সভাপতিত্বে সভায় বক্তৃতা করেন মুক্তার হোসেন, কায়সার আলম, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।